Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৪ এপ্রিল, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১৩ এপ্রিল, ২০১৫, সোমবার, ২৯ চৈত্র, ১৪২১

ত্রাণ তহবিলে দান করলেন কোঙার পরিবার

সি পি আই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ত্রাণ তহবিলে প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোঙার ও বিনয় কোঙারের পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ২ লক্ষ টাকা তুলে দিলেন মহারানি কোঙার। এদিন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা বিমান বসুর হাতে এই অর্থ তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সি পি আই(এম) নেতা শ্যামল চক্রবর্তী। এছাড়াও সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির ত্রাণ তহবিলে পৃথকভাবে ১ লক্ষ টাকা, মেমারি ২, জামালপুর ও কালনা জোনাল কমিটির ত্রাণ তহবিলে ৫০ হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয়। পিপ্‌লস্ রিলিফ কমিটি-কেও ৫০ হাজার টাকা দিয়েছেন তাঁরা।

সফদর হাসমি স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ এপ্রিল : শহিদ নাট্যকার সফদর হাসমি স্মরণে জাতীয় পথনাটক দিবস উদযাপন করলো ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সহ বর্ধমানের আরো পাঁচটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। এদিন বীরহাটা সংলগ্ন পার্বতী মাঠে সফদর স্মরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি সলিল ভট্টাচার্য। পরে তিনি একটি বিখ্যাত গণ-সঙ্গীত শোনান। গণনাট্য সংঘের শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর কবিতা ও গানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় শহিদ সফদরকে। কবিতা গানের সঙ্গে এদিন ব্যাঙ্ক বিমা কর্মচারীদের যৌথ সংগ্রাম কমিটি রাধারমণ ঘোষের 'হয়তো নয়তো' নাটকের কিছু অংশ পথ-নাটিকার আঙ্গিকে অভিনয় করে সফদরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শিশুশিল্পী ঈশান সাহা সুকুমার রায়ের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি মৃদুল সেন। জেলার সর্বত্রই মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালিত হয়।

বর্ধমানে 'বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও' কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ এপ্রিল : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ, ঠিক সময়ে ফল প্রকাশ, বিপর্যস্ত। সাধারণত যেখানে ৩ মাস লাগে ফল প্রকাশে, এখন তা ৯ মাসেও হচ্ছে না। দ্বিতীয়বর্ষে বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তা নানা ভুলে ভরা। বাবার নামের স্থানে ছেলের নাম, পাশ করা ছেলে ফেল করেছে আর ফেল করা ছেলে পাশ করেছে, রোল নং নেই ইত্যাদি। মার্কশিট অসম্পূর্ণ। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে। ফলে বাধ্য হয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা মাথায় রেখে রাস্তায় নামলো 'শিক্ষাগণতন্ত্রীকারণ' সংস্থার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়, মহা-বিদ্যালয়, উচ্চ-বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীগণ। অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের বিজয়তোরণ চত্বরে ' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও' মুক্ত কনভেনশন। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন বহু অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, বিদালয় শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মী ও আধিকারিক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক সহ বহু সাধারণ মানুষ।

বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ামক সুকুমার মুখোপাধ্যায়, কলা বিভাগের প্রাক্তন ডিন অরূপ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুমন জানা, অধ্যাপিকা জয়তী ভট্টাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী নেতা বুদ্ধদেব চক্রবর্তী ও ছাত্র নেতা বিনোদ ঘোষ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অংশুমান কর।

অরূপ চট্টোপাধ্যায় পরীক্ষার ফল বিভ্রাটের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, 'অভিজ্ঞ এজেন্সিকে বাদ দিয়ে অনভিজ্ঞ সংস্থাকে পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়ার জন্যই এই বিপর্যয়।'

প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ামক সুকুমার মুখোপাধ্যায় ফলপ্রকাশের ঘটনাকে কেলেঙ্কারি আখ্যা দিয়ে বলেন, '২০১৩ সালের পর থেকে স্নাতক স্তরে ফলাফল প্রকাশের নামে যা ঘটেছে তা বড় ধরনের কেলেঙ্কারিরই সামিল।' বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজির অধ্যাপক সুমন জানা মর্মস্পর্শী ভাষায় নিজের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজকতার শিকার তাঁর দুটি মেয়ের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর আগামী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথায় শঙ্কিত হয়ে তিনি উপাচার্যের কাছে দাবি করেন, রাজনীতি থেকে দূরে থেকে প্রশাসনিক কর্তা হিসাবে কচি কচি ভারাক্রান্ত মুখগুলির দিকে তাকিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত ফলাফলের ভুল সংশোধন করুন, নির্ভুল এ্যাডমিট কার্ড ও মার্কশিট দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, বাকি ফল যতশীঘ্র সম্ভব প্রকাশ করুন। এই নৈরাজ্য আর চলতে দেওয়া যায় না। অধ্যাপিকা জয়তী ভট্টাচার্য তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, উপাচার্য ফলপ্রকাশের নৈরাজ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাঁধে চাপাতে চাইছেন। পরীক্ষা গ্রহণের পর উত্তর-পত্র

—এরপর চারের পাতায়

মির্জাপুরে মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনা, মৃত ১৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ এপ্রিল : প্রতি বছরই খণ্ডঘোষের শাঁকারী খুদকড়ি গ্রামের বাসিন্দারা গাজনের আগে গঙ্গাস্নান করতে যায়। এবারও দুটি গ্রামের বাসিন্দারা ১০ এপ্রিল ৮টি বাস ভাড়া করে নদীয়ার মায়াপুরে গঙ্গাস্নানে যাবার পথে মির্জাপুরে বাসটি উল্টে যায়, তিন পাল্টি খেয়ে পড়ে নয়নজলিতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দশ জনের। হাসপাতালে ভর্তি করার পর মৃত্যু আরো চার জনের। গোটা গ্রামে উৎসবের পরিবর্তে শোকের ছায়া। শুধুমাত্র খুদকড়ি গ্রামেরই ১২ জন বাসিন্দা মারা গেছে। মারা গেছে একই পরিবারের বাবা-ছেলে এবং দুই ভাই। স্থানীয় বাসিন্দা এবং আহত যাত্রীদের অভিযোগ, তিনটি বাসের মধ্যে রেষারেষির ফলেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দুই গ্রামেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজাল্ট কেলেঙ্কারি

'হোক প্রতিবাদ'-এ পথে ছাত্র-ছাত্রীরা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল কেলেঙ্কারি নিয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ চলছে। এ নিয়ে আবার উত্তাল হল বর্ধমান। সাংস্কৃতিক পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদকেও ভরসা করতে পারল না প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয় অবধি না যেতে দিয়ে মিছিল রুখলো পুলিশ। প্রতিবাদে সাংস্কৃতিক-বিক্ষোভে ছাত্ররা। বি সি রোডে তার আগে অবস্থানে বসে তারা।

পুর নির্বাচন- ২০১৫ : মেমারি ও কাটোয়া

লড়াইয়ের মধ্যে আছেন বামপন্থীরা

শিবানন্দ পাল ও কিশোর মাকর

মেমারি

বর্ধিষ্ণু কৃষক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী এবং ভূমিহীন ছিন্নমূল হকার ছোট ব্যবসায়ী, ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক চাষি সমন্বিত এক মিশ্র অর্থনৈতিক জনবিন্যাসে গত তিন দশকে (১৯৭৭-২০১১) গড়ে ওঠা বর্ধমানের কৃষি শহর মেমারি। মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষের এই জনপদ। প্রধানত হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মীয় পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হলেও মিশনারি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টান এবং অবাঙালি ব্যবসায়ী অংশের মানুষও কিছু কিছু আছেন। এই জনপদে সম্প্রীতির মেল-বন্ধন দীর্ঘ ঐতিহ্য বহন করে। রাজ্যে পুরভোটের বাজনা বেজে উঠতেই, সংশ্লিষ্ট পুরবোর্ডগুলির সঙ্গে মেমারি শহরের পুরনাগরিকদের মধ্যেও চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। তা কেমন জানতেই দুই সাথী নেমে পড়লাম।

স্টেশন সংলগ্ন চায়ের দোকানে চা বিস্কুট খেয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। স্টেশন থেকে চকদিঘি মোড় ঘুরে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দেওয়াল লিখন যেটুকু চোখে পড়ল মনে হল এবারের নির্বাচনে পুরবোর্ডের শাসক তৃণমূল গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াইটা বুঝি নির্দল প্রার্থীদের। জাতীয় কংগ্রেস, সিপিআই(এম) ও বিজেপি-র দেওয়াল লিখন তেমন নেই। যদিও ১০ নং ওয়ার্ডের জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী সেখ মহসিন (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো একদা নয় বর্তমানে চাওয়ালা) ওরফে সেখ বাবলু আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললেন, এই ওয়ার্ডে আমিই জিতব!

কথা বলছিলাম হাসপাতাল মোড়ে বাবলু সেখের চায়ের দোকানে বসে। দুজন স্থানীয় মানুষ চা খেয়ে দাম দিয়ে চলে গেলেন। যাবার আগে আমাদের শুনিয়েই বলে গেলেন —তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাসের জোরে ভোট দখল করে নেবে, কোন চিন্তা নেই! গতবারের বিজয়ী সুপ্রিয় সামন্ত (অভিযোগ ডেডবডি ঘটনায় কমিশন খাওয়া) জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে নেমকহারামি করে শাসক দলে ভিড়ে এবারে ওই দলেরই প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, টাকা নিয়ে ইরিগেশনের জায়গা বিলি করেছেন।

বাবলু শেখের নির্বাচনী লড়াইয়ে স্টিয়ারিং ধরে

—এরপর তিনের পাতায়

পার্থ চৌধুরী ও সন্দীপ ঘোষচৌধুরী

কাটোয়া

সন্ত্রাসের ছায়া

কাটোয়া হাসপাতালে ৪ বছরের শিশুকে দেখাতে এসেছিলেন এক দম্পতি। খেলতে খেলতে চঞ্চল শিশুটি 'হাত' কেটে ফেলেছে। কিন্তু হাসপাতালে ঢোকার আগেই প্রাণ হাতে করে পালাতে হলো। কেননা হাসপাতালে তখন ধুন্ধুমার চলছে তৃণমূল আর কংগ্রেস-এর। সিস্টাররা পর্যন্ত নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। প্রাণপণে স্কুটার ঘুরিয়ে দুরন্ত গতিতে যেতে যেতে ভদ্রলোক বললেন, ''এই হলো উন্নয়ন। চৈতন্যের শহরের এ কী হাল।'' এ সপ্তাহের টাটকা ঘটনা।

'দেখো আমি বাড়ছি মাম্মি'

কাটোয়া। গঙ্গার তীরবর্তী ছোট্ট জনপদ। এখানেই নবদ্বীপের 'গৌরাঙ্গ' ভারতী গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে 'নিমাই' থেকে 'চৈতন্য' হয়েছিলেন। সেখানে এখন নাগরিকদের চেতনায় সন্ত্রাসের পদধ্বনি। প্রায়শই দুই প্রাক্তন শরিকের ধুন্ধুমারে বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি। শহরে কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল 'বাড়ছে' যে। 'দেখো আমি বাড়ছি মাম্মি'—এই যেন তৃণমূলের গোপন কর্মসূচি। তাদের 'উপস্থিতি' টের পাওয়াতে ব্যস্ত তারা। এমনকি 'দোর্দণ্ডপ্রতাপ' রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত তৃণমূলের সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছেন। তুলেছেন একদা জোটসঙ্গীর বিরুদ্ধেই। তার বিরুদ্ধে এখন তাল ঠুকছেন তারই একদা ছায়াসঙ্গী অমর রাম। হায় রাম!

একা রামে রক্ষা নেই

গত ৩১ মার্চ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলবারের বারবেলায় অনশনে বসেছিলেন 'গান্ধীজির' ছবির তলায়। তাঁর এই গান্ধীগিরি দেখে কুলোকেরা নাকি মুচকি হেসেছিলো। তাদের কথা, গান্ধীজি বেঁচে থাকলে নির্ঘাৎ বিষম খেতেন। কেননা ১৯৯৬ সালের একটি ঘটনা তাদের মুখে মুখে ঘুরছে। ১৯৯৬-এ যখন রাজ্যে মমতা বনাম সোমেন আঁকচাআঁকচি চলছে তখন মমতার দৌলতে

—এরপর তিনের পাতায়

নতুন চিঠি

১৩ এপ্রিল, ২০১৫

হাসমি মানে জাগা-জেগে থাকা-জাগানো

১৯৮৯-এর বছরটি শুরু হয়েছিল একজন প্রতিবাদী মানুষের জীবনদানের মধ্য দিয়ে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষ যুগে যুগে মানুষকে ভালবেসে তার জন্য সুকঠিন দণ্ড মাথা পেতে নিয়েছে দেশ-দেশান্তরে। সফদার হাসমির নাম মুক্তিকামী মানুষের মনে চির জাগরুক থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরামের চাকুরি কিংবা সরকারি মহার্ঘ্য চাকুরির মায়া কাটিয়ে শ্রমজীবী মানুষকে উদ্দীপ্ত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন পথ-নাটককে। ভারতের নাট্যজগতে ছোট নাটকের, পথ-নাটকের অপরিসীম অবদান। কারখানার গেটে, বাজারের সামনে, যেখানে মানুষের জমায়েত কিংবা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের সামনে অল্প কয়েকজন যুবক সাজপোষাক ছাড়াই সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে নিয়ে অভিনয় করে গেলেন। কোনো মঞ্চ নেই, আলো মাইক হয়ত কোথাও জুটলো না, তবুও মানুষকে জাগিয়ে তুলতে এ প্রয়াসের জুড়ি নেই। দিল্লি এবং তার প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে হাজার হাজার কারখানায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন। পুরো ঘামের দাম কখনোই সেই শ্রমিকরা পান না, কোনো সংগঠনও তেমন ভাবে নেই। এই জায়গাটিকেই বেছে নিয়েছিলেন হাসমি। নিজেই লিখছেন, অভিনয় করছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন। পুলিশ পারমিশন দিচ্ছে না, একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে সংলাপে ব্যস্ত, অন্যদিকে সহকর্মীরা ১০ মিনিটের নাটক পরিবেশন করে ফেললেন। এভাবেই স্থানীয় শ্রমিকদের উদ্দীপ্ত করতে লাগলেন, অবশ্যই কিছু আর্থিক সুবিধা আদায় করে নিলেন শ্রমিকরা। মালিকশ্রেণি ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে নাটক চলাকালীন ১৯৮৯ -এর ১ জানুয়ারি মারাত্মকভাবে জখম করলো হাসমিকে। ৩৫ বছরের একটি অসামান্য প্রতিবাদী জীবন পর দিনই শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল কি? সারা বিশ্বের মানুষ সে দিন প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। সেই বছর থেকেই তাঁর জন্মদিন ১২ এপ্রিল-কে 'পথনাটক দিবস' হিসাবে পালিত হচ্ছে। বিশ্বের নানা প্রান্তে আজ অভিনীত হচ্ছে জীবন জয়ের কথামালা সাজিয়ে কিছু নাটক।

আজকের ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে যে দুঃশাসন চলছে সেই প্রেক্ষিতে হাসমির মতো মানুষের অভাব প্রতিনিয়ত আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিপন্ন মানবতা, বিপন্ন গণতন্ত্র, একনায়কী হুঙ্কারে লুণ্ঠিত বিবেক, আর এক ফ্যাসিবাদী শক্তির মুখোমুখি জনতা। তাই এই দিনটির তাৎপর্য গভীর।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? এই দিবসটি কী নামে খ্যাত?
২. সিপাহি বিদ্রোহের অগ্রণী মঙ্গল পাণ্ডের কবে কোথায় ফাঁসি হয়েছিল?
৩. জর্জিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? এই দেশের জাতীয় প্রতীক কী?
৪. বিগবেন টাওয়ার কবে লন্ডনে স্থাপিত হয়?
৫. ভারতের পোস্টাল বিভাগ কবে প্রথম পোস্ট পিলার বক্স বসিয়েছিল?
৬. বিশ্বের বৃহত্তম জাহাজ হোয়াইট স্টার লাইনারের 'টাইটানিক' কবে যাত্রা শুরু করেছিল? কবে সমুদ্রে ডুবে যায়?
৭. পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথা কবে লোপ পেয়েছিল?
৮. বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী কে ছিলেন? তিনি কোন মহাকাশযান চড়ে কবে মহাকাশে পাড়ি দেন? কীভাবে কবে তাঁর মৃত্যু ঘটে?
৯. প্রখ্যাত ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা কবে ৪০০ রান করে বিশ্বরেকর্ড করেন?
১০. বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ কবে কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
১১. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কার নেতৃত্বে কবে সংগঠিত হয়েছিল?
১২. প্লুটো গ্রহ (বামনগ্রহ) কবে কে আবিষ্কার করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

নৈরাজ্যমুক্ত করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও

অপূর্ব চ্যাটার্জি

গত ১৪০০ দিনে পরিবর্তনের জমানায় আমাদের রাজ্যে দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, মহিলাদের সম্ভ্রমহানি-নির্যাতন, কৃষি-শিল্পক্ষেত্রের সঙ্কটের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের পরিবেশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা আতঙ্কিত। কী চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে? 'মা-মাটি-মানুষের' সরকার পরিকল্পিতভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করতে সক্রিয় রয়েছে। নির্লজ্জ দলতন্ত্র কায়েমের মরিয়া প্রয়াসে শিক্ষাক্ষেত্রের অবনতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। পাঠকদের কাছে আমাদের গর্বের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক অ্যাডমিট কার্ড ও ফলপ্রকাশে মারাত্মক ত্রুটি ও কেলেঙ্কারির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইতিমধ্যেই জনগণ প্রত্যক্ষ করছেন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন সহ সাধারণ গণতান্ত্রিক ছাত্র-ছাত্রীরা শাসক রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাস, হুমকি উপেক্ষা করেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে (রাজবাটি, বর্ধমান) বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। শুরু থেকেই শাসকদলের বেপরোয়া আক্রমণের শিকার প্রগতিশীল ছাত্র-ছাত্রীরা। বহু ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়েছে, পরীক্ষা দিতে পারে নি; পরীক্ষা হলেও আক্রান্ত হয়েছে, অন্যত্র ভর্তি হতে হয়েছে—তথাপি প্রগতিমনস্ক ছাত্র-ছাত্রীরা মাথা নিচু করে নি। এই ছাত্র-ছাত্রীরাই মাথা উচু করে শাসকদলের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই অ্যাডমিটকার্ড, ফলপ্রকাশ কেলেঙ্কারি, নিয়োগ ও ভর্তির দুর্নীতি, শিক্ষায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। অভিভাবক-অভিভাবিকা, নাগরিক সমাজ, প্রাক্তনীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেনজির কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছেন। গত ১০ এপ্রিল, ২০১৫ কার্জনগেটে 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও' ও উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে মুক্ত কনভেনশন হল। কেন 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও'-এর শ্লোগান? কেনই বা উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি ক্রমশ জোরালো রূপ নিচ্ছে? ২০১৪ সালে পার্ট-থ্রি পরীক্ষা ভুলেভরা অ্যাডমিট কার্ড-এর ভিত্তিতে কলেজগুলিকে পরীক্ষা নিতে বাধ্য করা হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়—এসব ত্রুটিযুক্ত অ্যাডমিট কার্ড সংশোধন ও তা বিলি করাবেন কলেজ অধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্তরা নিজেই। শিক্ষা সম্পর্কে যাঁরা ন্যূনতম খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন—অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু বা সংশোধনের ক্ষমতা একমাত্র পরীক্ষা নিয়ামকের। অন্য কেউ এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না। তাহলে মাননীয় উপাচার্য, এই গুরুতর বেনিয়ম কখনও আপনার নির্দেশ ছাড়া হতে পারে? কোন উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ—যার জন্য ভুলে ভরা অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে হল? এমন কি ফর্মপূরণ না করায় অ্যাডমিট কার্ড ছিল না—এরকম পড়ুয়া পরীক্ষায় বসার অনুমতি পেল।

এই পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হল অস্বাভাবিক বিলম্বে। ত্রুটিপূর্ণ অ্যাডমিট কার্ড বিতরণের স্বাভাবিক পরিণতি দেখা গেল ভুলেভরা মার্কশিট-এর মধ্যেও। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী INC (incomplete) রেজাল্ট পেল। মেধা থাকা সত্ত্বেও বিলম্বে ফলপ্রকাশের জন্য দেশের অন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল ছাত্র-ছাত্রীরা। শুধু তাই নয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠনও শুরু হল অনেক দেরিতে। মাননীয় উপাচার্য, এ দায় কার? সর্বোচ্চ প্রশাসক হিসাবে শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে উদাসীনতা, পদক্ষেপ গ্রহণের অক্ষমতা কি প্রমাণ করছে না, একের পর এক ঘটনায় আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি কী চরম কালিমালিপ্ত? আপনার জামানায় পার্ট-ওয়ান অনার্স পরীক্ষা পিছিয়ে গেল—এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অনার্স পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই পাশকোর্স জেনারেল-এর পরীক্ষা গ্রহণ করা হল। কেন? মাননীয় উপাচার্য, এই পরিবর্তনগুলি শিক্ষার কোন উৎকর্ষ সাধনে? স্নাতক পার্ট-টু পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডগুলি কলেজে কলেজে পৌঁছানোর পর দেখা গেল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি—ভুলে ভরা সব। কলেজগুলিতে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী একাধিক অ্যাডমিট কার্ড পেল—স্নাতকস্তরে পার্ট-টু বাংলা বিষয়ে পরীক্ষায় বসার জন্য ফর্মপূরণ করে উদ্ভিদবিদ্যায় (বোটানি) পরীক্ষায় বসার জন্য অ্যাডমিট কার্ড পেল। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলানোর এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। কারা এই পার্ট-টু অ্যাডমিট কার্ড তৈরি করেছিল—মাননীয় উপাচার্য মহাশয়? কাদের তৈরিকরার কথা? এক্ষেত্রে এটা কি অমূলক যে আপনার ও আপনার আস্থাভাজন কয়েকজনের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে গোলাপবাগে কয়েকটি বিভাগে অনভিজ্ঞদের দিয়ে এ কাজ করানো হয়েছিল? সুতরাং গুরুতর প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতেই হবে যে, অ্যাডমিট কার্ড যারা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রস্তুত করতে পারলো না, তাদেরকে আপনি কোন বিশ্বাসে লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের ফলপ্রকাশ-এর প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিলেন? শিক্ষার উন্নতির স্বার্থ দেখার জন্য—নাকি অন্য স্বার্থ পূরণের জন্য? রাজবাটিতে তালা ঝুলিয়ে বা দুষ্কৃতীদের জড়ো করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভাঙার চক্রান্ত করে বা অন্যদের দোষারোপ করে উপাচার্যের চেয়ারে কিংবা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রাজবাটি আবাসনে বা বিলাসবহুল দামি গাড়িতে আরাম-ভ্রমণে নিশ্চিন্তে দিনযাপন করবেন কতদিন?

আপনার জমানাতেই ১০ মাস অতিক্রম করে পার্ট-টু-এর ফলপ্রকাশ হল আবার তা সিংহভাগই ত্রুটিপূর্ণ। ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও প্রাক্তনীরা জবার চাইবে না? কেন ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরপত্র দেখানো হবে না? এরকম অরাজক পরিস্থিতি তো আগে হয়নি। ২০১৫ যেন ১৯৭৪ সালের রেপ্লিকা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৪ সালে পরীক্ষা হয়নি। দু-বছর শিক্ষাবর্ষ পিছিয়েছিল। ধীরে ধীরে বামফ্রন্ট সরকারের সময়পর্বে ব্যবধান কমিয়ে সঠিক সময়ে আনা হয়। মাত্র ৪০ দিনের মধ্যে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ভুল ফলপ্রকাশ হয়েছে। আজ এই বিশৃঙ্খলা কেন?

মাননীয় উপাচার্য, এ সময়ে তো তিনজন সহ-পরীক্ষা নিয়ামক ও একজন ডেপুটি পরীক্ষা নিয়ামকের নিয়োগ হয়েছে—নতুন পরীক্ষা নিয়ামকের নিয়োগ এ সময়ে। একজন সহ পরীক্ষা নিয়ামক তো আবার বর্তমান এক মন্ত্রীর ভাই—আর একজন বীরভূম জেলার নিবাসী এক মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ। এই নিয়োগগুলি আইন মাফিক—না অবৈধ?

আপনার যতই গাত্রদাহ হোক এ প্রশ্নের উত্তর আপনাকেই দিতে হবে—স্নাতক স্তরে ফলপ্রকাশ সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি গত বছরে যে নতুন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হল—তা কি বৈধভাবে নির্বাচিত? কিসের ভিত্তিতে সংস্থাটিকে নির্বাচিত করা হয়েছিল? দক্ষতা-যোগ্যতা-অভিজ্ঞতা যাচাই হয়েছিল? কোন Trial Run সম্পন্ন হয়েছিল? যে সংস্থা দিনের পর দিন রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট-এ সীমাহীন ভুল করে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন ও ভবিষ্যতকে অন্ধকারের গহ্বরে নিমজ্জিত করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত করে—কী উদ্দেশ্যে, কাদের স্বার্থে—কিসের বিনিময়ে সেই সংস্থা কাজ চালিয়ে যাওয়ার সাহস বা নৈতিকতা পায়?

সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিকভাবেই আজ দাবি উত্থাপন করেছে—উপাচার্যের পদত্যাগ চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক- কর্মচারী-আধিকারিক সমন্বয়ে এক পরিবারের মতো। আজ কী অবস্থা? এ সময়েই আধিকারিক ও কর্মচারীরা স্বাভাবিকভাবে বেশ কয়েকবার ক্যাম্পাসেই আক্রান্ত হয়েছেন। সর্বোচ্চ প্রশাসক হিসাবে কী ভূমিকা নিয়েছেন? স্বাভাবিকভাবে বা মানসিকভাবেই তাঁরা আক্রান্ত হবেন কেন?

স্নাতকোত্তরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দু-বছরে আসন সংখ্যা পূরণ হচ্ছে না। অথচ কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য আন্দোলনে সান্ধ্য বিভাগ বা পরবর্তীতে 'শিফ্‌ট' চালু হয়েছিল। আজ কেন এ অবস্থার সৃষ্টি হল? ভর্তি থেকে নিয়োগ, ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে বরাত প্রশ্নে নজির বিহীন দুর্নীতি—স্বজনপোষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা আজ ভুলুণ্ঠিত—লজ্জায় মাথা হেট হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা আজ কার্যত সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। এ কোন শিক্ষা প্রশাসন?

তাই 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও' শ্লোগানে আলোড়ন। শিক্ষানুরাগী গণতান্ত্রিক মানুষদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসতে হবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য বিনষ্টির পথে

বিশেষ প্রতিবেদক : ১৯৭৫-'৭৬ থেকে ১৯৭৮-'৭৯ এই সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষার সূচি ও তার ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষবর্ষগুলোই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও ত্রুটিগুলো সংশোধন করে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া এবং ফলপ্রকাশে সাফল্য অর্জন করে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা এতে যথেষ্ট উপকৃত হয়।

২০১৩ সাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রভূত উপকৃত হয়। কারণ স্নাতক স্তরের ফল সঠিক সময়ে প্রকাশিত হতে থাকার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত। কিন্তু বিগত এক বছরে বিভিন্ন স্নাতক পরীক্ষা পরিচালনা (বার বার পরীক্ষা-সূচি পরিবর্তন করা পরীক্ষার্থীদের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করতে না পারা, সঠিক তথ্য সম্বলিত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অ্যাডমিট কার্ড প্রস্তুত করতে না পারা) এবং পরীক্ষসমূহের সঠিক সময়ে, সঠিক ফলপ্রকাশে বারেবারে ব্যর্থতা ছাত্র-ছাত্রীদের চরম অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা জানে না কবে তাদের সঠিক ফল বের হবে। কবে তারা নির্ভুল মার্কশিট পাবে বা আদৌ তারা তাদের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনা করতে পারবে কিনা! বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক ফলপ্রকাশ যেমন অনিশ্চিত তেমনি অনিশ্চিত তাদের পরবর্তী স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া। ছাত্র জীবনে সব ছাত্র-ছাত্রীদের এক একটি বছর অতি মূল্যবান। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক ফল প্রকাশে মোটেই আগ্রহী নয়—তার প্রমাণ প্রতিটি ফলপ্রকাশের পর প্রমাণিত হচ্ছে।

ভাবতে অবাক লাগে, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা একটি সুন্দর পদ্ধতিকে এভাবে রাতারাতি বিনষ্ট করা কার স্বার্থে? যেখানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করা হল না, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করা হল না।

প্রতিটি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর ফল ও মার্কশিট ভুলে ভরা, এতেই প্রমাণ হয় বর্তমানে যে সংস্থা (ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকাংশই সেই সংস্থার নাম জানে, যা অত্যন্ত গোপনীয়) ফলপ্রকাশের দায়িত্বে আছেন, তাঁরা পরীক্ষা সংক্রান্ত norms / Regulations জানেন না বা বোঝেন না। অতি সাধারণ কথা, কোনও বিষয়ের প্রাকটিক্যাল ও থিওরিটিক্যাল-অংশে পৃথক পৃথকভাবে পাশ করতে হয়। প্রত্যেক বিষয়ে পৃথকভাবে পাশ করতে হয়—কিন্তু তার প্রতিফলন মার্কশিটে দেখা যাচ্ছে না। Result comutation-এর basis টুকুও জানা নেই।

ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পরীক্ষাসূচি অনুযায়ী পরীক্ষা দিচ্ছে, অধিকাংশ শিক্ষক উত্তরপত্র পাওয়ার পর মূল্যায়ন করে খাতা ও মার্কস জমা দিচ্ছেন (তাতে কিছুটা দেরি হলেও)। তৎসত্ত্বেও সঠিক ফল প্রকাশ হচ্ছে না। এর দায় কাদের? পরীক্ষার্থী না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের? এর জবাব ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে।

লড়াইয়ের মধ্যে আছেন বামপন্থীরা

—প্রথম পাতার পর

আছেন এআইসিসি সদস্য সেলিম মোল্লা। ১৬ টি ওয়ার্ডের ১৪টিতে প্রার্থী দেওয়া কংগ্রেসের এই স্থানীয় নেতৃত্ব জোরের সঙ্গে বললেন, এই ভোটে আমরা জান-প্রাণ লড়িয়ে দেব। কর্মী বৈঠক করতে আসছেন জঙ্গীপুরের এমএলএ। দলের রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরী। কাউকে এক ইঞ্চি জমি আমরা ছাড়ব না।

মেমারি

মেমারি পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান হোসেনারা বেগম-এর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর বাড়িতে গেলে জানা গেল তিনি বেরিয়েছেন। কয়েকটি ওয়ার্ডে তৃণমূল দলের যোগ্যরা প্রার্থী হিসেবে দলের মনোনয়ন না পাওয়ায় ঘোষিত সরকারি প্রার্থীর বিরুদ্ধে গোঁজ হয়ে দাঁড়ানোয় বিরোধীরা আশার আলো দেখছেন। সি পি আই(এম) নেতা তথা প্রাক্তন কাউন্সিলার সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করলেন, মেমারি পুরবোর্ডের কাজকর্ম এখন পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি, দুর্নীতির আখড়া; একদল দুষ্কৃতীর ক্লাবঘরে পরিণত হয়েছে। কোটি কোটি টাকা উন্নয়নের আড়ালে লক্ষ লক্ষ টাকা পকেটস্থ হওয়ার গল্প, আর আছে বেআইনি নির্মাণে মদত দিয়ে তোলাবাজি। বস্তি পাড়াতে পৌঁছায়নি পানীয় জল, পাকা রাস্তা এবং বিদ্যুৎ। গত পাঁচ বছরে গণতন্ত্র জলাঞ্জলি দিয়েছে। হয়নি একটিও নাগরিক সভা। আমরা ৬ কোটি টাকা তহবিল রেখেছিলাম। রেলের ওপারে বাসস্ট্যান্ড ও কৃষিবাজারের জন্য দু-কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। ৬ নং ওয়ার্ডে একটি হিন্দি স্কুল, এমনকি গার্লস স্কুলের জন্য বরাদ্দ জায়গা—এই বোর্ড ক্ষমতায় এসেই প্রকল্প বাতিল করে পুরনো বাসস্ট্যান্ডকে নতুন করে চালাচ্ছেন।

বামপন্থী পুরবোর্ডের তৈরি করা ঝকঝকে কর্পোরেট চেহারার পুরসভার নিজস্ব অফিসবাড়ির দোতলায় নির্দিষ্ট ঘরে বসে কথা বলতে বলতে তাঁর সময়ের উন্নয়নের ফিরিস্তি শোনাচ্ছিলেন বর্তমান পুরপতি স্বপন বিষয়ী। কম্পিউটারে তার কিছু ছবিও দেখালেন। পুরো অফিসটি ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে

ছবিসহ অন্যান্য কীর্তির স্মারকসম পুরভবনের তিনতলার অংশটি দেখিয়ে বললেন, দোতলা পর্যন্ত করেছিল বিগত সিপিএম বোর্ড, এটা আমি করেছি!

তিন তলার অডিটোরিয়ামে একজন কর্মী ঘুমিয়েছিলেন, আমাদের নিয়ে পুরপতির হঠাৎ প্রবেশে অসন্তুষ্ট। তাঁকে ধমক দিলেন পুরপতি। পুরভবনের তিনতলার দক্ষিণ দিকে নির্মিত বিশেষ কক্ষের ভিতর থেকে কাঁচের জানলা দিয়ে নির্মীয়মান ১০০টি হাট-এর অংশটি সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। সেটি দেখিয়ে মেমারি পুরসভার অনন্য নজির স্থাপনের কথা গর্বের সাথে উল্লেখ করলেন স্বপনবাবু।

—কিছু বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে (জিটি রোড সংলগ্ন রেলগেটে ফ্লাইওভার) অর্থনৈতিক দুর্নীতির সঙ্গে আপনি ও আপনার কয়েকজন কাউন্সিলার সরাসরি যুক্ত। তাছাড়া ঔদ্ধত্য, গুন্ডামি, মস্তানি নোংরা ব্যবহার ইত্যাদি অভিযোগ আছে!

সমস্ত অভিযোগ তিনি হাসিমুখে উড়িয়ে দিলেন।

—আপনার ভাইস চেয়ারম্যানকে দেখছি না?

—হয়তো প্রচারে ব্যস্ত আছেন! মিটিমিটি হেসে উত্তর দিলেন।

বিষয়ীবাবুর অফিসে তিনজন ছায়াসঙ্গী আমাদের সঙ্গে ঘুরছিলেন। প্রশ্ন করলাম, আপনারা কি পুরসভার স্থায়ী কর্মী?

ওঁরা বললেন, না। আমরা ব্যবসা করি।

—ব্যবসায়ী?

চলে আসার আগে ওই সঙ্গীরা বললেন, রেজাল্ট কিন্তু স্বপনবাবুর নেতৃত্বে আমরা ১৬-০ করব।

মেমারিতে কি সন্ত্রাসের আবহ রয়েছে? কথা বলতে চাইলাম পুরসভার বড়বাবুর সঙ্গে। নির্বাচনী বিষয়ে তিনি কোনো কথা বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন অন্যান্য কর্মীরাও। মেমারি পুরসভার বেআইনি নির্মাণ এবং অর্থনৈতিক দুর্নীতির সঙ্গে কয়েকজন কাউন্সিলার যুক্ত আছেন—অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারলেন না মেমারি বিধানসভার বিধায়ক অধ্যাপক ডঃ আবদুল হাসেম মন্ডল। কালীমাতা কোল্ড স্টোরেজের উল্টোদিকে অবস্থিত তৃণমূল কার্যালয়ে বসে দুই তৃণমূল যুব নেতার উপস্থিতিতেই তিনি স্বীকার করে বললেন, মেমারিতে শান্তিতেই পুর নির্বাচন সমাধা হবে। এখানে সন্ত্রাসের কোনো আবহ পূর্বে কোনদিন ছিল না, হবেও না। জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে তিনি মেমারিবাসীকে উন্নত ধরনের একটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল উপহার দেবার নিজস্ব ভাবনার কথাও আমাদের বললেন।

তাঁর অফিস থেকে ভাইস চেয়ারম্যানকে ফোন করে জানা গেল তিনি থানায় রয়েছেন, কোনও সমস্যার সমাধানে। অতএব তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হল না। জানতে পারলাম সম্প্রতি ১৬ জন কাউন্সিলারের মধ্যে ১৩ জন বর্তমান চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কলকাতা তৃণমূল ভবনে অনাস্থা জানিয়ে এসেছেন।

মেমারি শহরে লাইটের তলায় লাইট লেগেছে। কিন্তু অভিযোগ এই, ত্রিফলা আলোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আর্থিক দুর্নীতি জমে আছে। বিগত বামপন্থী পুরবোর্ড যে স্থায়ী সম্পদ তহবিল গড়ে রেখে গিয়েছিল, তা এখন স্বপনবাবুদের হাতের স্পর্শে 'ভাঁড়ে মা ভবানী'। পূর্বতন বোর্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী জায়গা রাখা সত্ত্বেও নতুন বাসস্ট্যান্ড, গার্লস স্কুল, হিন্দি স্কুল তৈরি হয়নি। বামপন্থীদের তৈরি করা বাসস্ট্যান্ডটির বর্ধিত অংশকে মার্কেট করে দিয়ে ছোট করা হয়েছে।

রাজ্যে একাদিক্রমে তিন দশকের বাম জমানার শেষের দিকে মেমারি পুরবোর্ডের ক্ষমতা দখল করেছিল তৃণমূল দল। বিগত পুরবোর্ডে লড়াইটা ছিল ১:১। এবার লড়াই দুটি ওয়ার্ডে ত্রিমুখী, তিনটি ওয়ার্ডে পঞ্চমুখী এবং ১১টি ওয়ার্ডে চতুর্মুখী। তার মধ্যে ১৪ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের সরকারি প্রার্থীর থেকে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের প্রচার বেশি। এমনকি ওই ওয়ার্ডগুলিতে সরকারি তৃণমূলের কার্যালয় বর্তমানে বিক্ষুব্ধদের দখলে। ৩, ১০, ১৩, ১৫ নং ওয়ার্ডে কংগ্রেসের কর্মীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আবার গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে বামপন্থীরা বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে এগিয়ে। সব ওয়ার্ডেই এবার বামপন্থীদের অনেক কর্মীই কাজে নেমেছে। সব মিলিয়ে মেমারি পুরবোর্ডে এবার জোর লড়াই হবে বলেই মনে হল।

এবার রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায়, মেমারি পুরবোর্ড কি বামেরা দখল করতে পারবে? মানুষ কী ভাবছেন? কথা হল রিক্সাচালক নারান কান্তি-র সঙ্গে। বললেন, মেমারিতে যেকোন উৎসবে অনুষ্ঠানে কথায় কথায় রাস্তায় 'নো এন্ট্রি'। আমাদের পেটে লাথি মারছে এই পুরবোর্ড। একই ধরনের অভিযোগ রেলস্টেশন সংলগ্ন মাছবিক্রেতা, ফলওয়ালা ও হকার সকলের। ৯নং ওয়ার্ডে বেশি ভাগ নিম্নবিত্ত মানুষের বাস, সকলে এককাট্টা সি পি আই(এম)-কে জেতাবেন। মথুরা পরামানিক, ইটালিয়ান (রাস্তার) সেলুন, ১০নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বললেন, মার খাই, খুন হই, ভোট দিতেই হবে! ৩নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অশোক মজুমদার, লটারির দোকান চালান। বললেন, সিপিআই(এম) জিতবে। মার খেয়েছি তবু ভোট দেব। বড় বড় আলো লাগিয়ে গরিবের উন্নতি হয় না। এই আলো দরকার ছিল না, আলোর বিল সাধারণ মানুষকে গুনতে হচ্ছে। গরিব মানুষ লম্ফ জ্বেলে বাস করে। রাজ্যে এখন হাততালির সরকার। মেমারির বেশির ভাগ উন্নয়নই বিগত বাম পুরবোর্ডের সময়ের। আরো কিছু হয়তো বলতেন, ক্ষোভে ফুটছেন পঁচাত্তরের বৃদ্ধ। পাশে বসা তাঁর ছেলে ধমক দিয়ে চুপ করাল। সে বলল, এসবেরও দরকার আছে, যা বোঝ না, কথা বোল না!

জানতে পারলাম সবাই যেন একটা আতঙ্কে রয়েছে। ভোটের দিন নিজের ভোট নিজে দিতে পারবেন কিনা সেই আতঙ্কে নয়া সংযোজন এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে না জেনে।

—প্রথম পাতার পর

কাটোয়ার বিধানসভা আসনে টিকিট পেতে চলেছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জী। সারাদিন তাঁর বাড়ি ঘিরে চলেছিল অশ্রাব্য গালিগালাজ। শেষমেশ পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছিল স্ত্রী-কন্যাকে বাঁচাতে। এমনও অভিযোগ রয়েছে, মনোনয়ন পেশের দিন 'শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলেরা' তাঁকে তাড়া করে মনোনয়ন পেশ করতে বাধা দেয়। ক্ষোভে দুঃখে শহর ছাড়েন প্রবীণ নেতা। এবারে নাকি ১৯নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থীকে জোর করে মনোনয়ন পেশ না করতে দেওয়ার পিছনে

কাটোয়া

অমর রাম। উল্টোপুরাণ একেই বলে। ১৯৯৬-এর সেই রবি উদয়ের দিনে তার সঙ্গে নাকি যোগ্য সঙ্গতে ছিলেন এই অমর রাম-ই।

চেয়ার-লজিক

তা বলে কি উন্নয়ন হয়নি! ১৯৯৫ থেকে পুরবোর্ডে রয়েছে কংগ্রেস। সে বোর্ড কি কোনও কাজই করেনি? করেছে বৈকি! নিন্দুকেরা বলছেন— উন্নয়নের নামে অপরিকল্পিত কিছু 'চমক' দিয়ে কাজ সেরেছেন তাঁরা। ভোটের আগে প্রকল্প এলাকায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এই বোর্ড। এরই মধ্যে বেশ কিছু কাজ হয়েছে দাবি করলেন কেউ কেউ। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে 'ঠিকাদার', 'ভাই-বেরাদর' নাকি স্কুলে কেঁপে উঠেছেন কোথাও কোথাও। 'স্পিড মানি', উৎকোচ—এসব দিয়ে কখনও কখনও 'কাজ' বাগাতে হয়, পরিষেবা পেতে এমন অভিযোগও রয়েছে। কুলোকেরা এও বলছে, এ বোর্ডের হর্তাকর্তা বিধাতা সেই একজন। 'চেয়ারপার্সন' নামেই চেয়ারে বসেন। কাউন্সিলরাও তথৈবচ। বাঘ আর গরুতে এক ঘাটে জল খেতো, যার মহিমায় সেই তিনি সব; সেই রবীন্দ্রনাথ নাকি সব। জনান্তিকে অনেকে অবশ্যি বলছেন রবির সেই 'প্রভা' এখন নাকি খানিক নিস্প্রভ। কংগ্রেসের এই নিভন্ত চুল্লিতে তবুও তিনিই শেষ ভরসা তাদের।

তুলনা আসবেই

প্রায় ২০ বছর বিধায়ক কংগ্রেসের। ২০ বছরের বোর্ড। তবুও তুলনায় চলে আসছে বামফ্রন্ট বোর্ডের কথা। শশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়ের নাম। বামেদের পরিকল্পিত উন্নয়নের কর্মসূচির কথা। তখন টাকার যোগান অনেক কম ছিল। মাত্র এক কোটি টাকায় শহরে সার্কাস ময়দান, টেলিফোন ময়দান, পৌরবাজার, তার পরিকাঠামো, শ্রাবণী অতিথিশালা, সংহতি অডিটোরিয়াম, নতুন বাসস্ট্যান্ডের মতো স্থায়ী সম্পদ পেয়েছে এ শহর। শহরের বুকে এখনও সেসব নিদর্শন। প্রাচীন, অপরিকল্পিত, ঘিঞ্জি শহরটাকে সাজাতে বামেরা তাদের ছাপ রেখে গেছেন। তবু দশচক্রে ভগবান ভূত, আর ভূত ভগবান হয়ে এসেছে দু-দশক ধরে। এবারে কি তার পরিবর্তন ঘটবে? প্রশ্ন ঘুরছে কাটোয়ায়। শ্রী চৈতন্যের কাটোয়ায়।

'একে একে এগারো নয়, কুড়ি-কুড়ি বছরের পার'

এবারে এক নজরে শহরটাকে দেখে নেওয়া যাক বার্ডস-আইভিউতে। ২০টি ওয়ার্ডে এক লক্ষের বেশি মানুষের বাস। মোট ভোটার ৬৩,৪৮৬ জন। বেশ কয়েকটি জেলার সাথে নিবিড় যোগাযোগের কাটোয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র। তবুও সেখানে পরিষেবা পেতে মানুষের হয়রানি। আর দলবাজি, স্বজনপোষণ তো 'মিথ' -এ পরিণত।

ভাগীরথী আর অজয়ের তীরের ৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৯নং ওয়ার্ডের বস্তি উন্নয়ন হয়নি। অথচ ঘটা করে 'গঙ্গা-দূষণ প্রকল্প' হয়েছে। এসব এলাকায় কোনও পরিষেবা পান না সাধারণ মানুষ। রাস্তা, আলো, শৌচাগার কিছুই ঠিকমতো হয়নি।

ভুক্তভোগী গরিব মানুষও। রিক্সা চালক, হকার, নির্মাণের সাথে যুক্ত মানুষ, বিড়ি শ্রমিক, আর গৃহকর্মে নিযুক্ত মানুষ যারা খানিকটা 'রিলিফের' আশায় থাকেন তারাও ভুক্তভোগী। হয়রানির শিকার। 'কবে দিন ফিরবে?'—আশা তাদের।

কথা হচ্ছিল 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান' নিয়ে। অনেকে বলছেন তা অসম্পূর্ণ। জমা জলের সমস্যা ছিলোই এ শহরে। ফরিদপুর কলোনি, পাবনা কলোনি, সুকান্তপল্লী, মাধাইতলা বা শহরের দুই নদীর তীরবর্তী এলাকায় সমস্যা মেটেনি। উল্টে সমস্যা উঠে এসেছে শহরের প্রাণকেন্দ্রে। সেখানে জল থৈ-থৈ। হাউসিং এলাকা, টেলিফোন ময়দান, সার্কাস ময়দান এসব এলাকায় প্রচারই সার। অল্প বৃষ্টিতেই নাকাল মানুষ। বিভিন্ন এলাকার ড্রেন তৈরি নিয়েও রয়েছে সমস্যা। শহরে বেশ কিছু এলাকায় নাকি খরচা করে ড্রেন তৈরি হলেও মশারা ঝাড়েবংশে কিলবিল করছে।

নাগরিকদের অনেকে বলেছেন, পৌরসভার হিসেব মতো জলের জন্য খরচ হওয়া ২৪ কোটি টাকা জলে গিয়েছে। পরিশ্রুত পানীয় জল নিয়ে হাহাকার নানা এলাকায়। বাম আমলে শুরু হওয়া দ্বিতীয় পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প আজও পূর্ণাঙ্গ রূপে পেল না। যারা দীর্ঘ 'লাইন' দিয়ে জলের লাইন পেয়েছেন তারাও নাকি পেটের রোগে কাহিল। দ্বিতীয় জলপ্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তুললে রাজ্য সরকারের পি এইচ ই নিয়ে 'বাহানা' দিয়ে থাকেন মহামহিম কর্তারা। কিন্তু তাতে সমস্যা 'বিশ বাঁও জলের তলায়' থেকেই যায়।

স্টেডিয়ামের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। মাঠে জল থই থই। প্রতি বছর ১২ কোটি টাকা শহর উন্নয়ন খাতে আসছে। শহর জুড়ে খানাখন্দ। অপরিসর রাস্তাঘাঠ। একটা গাড়ি বা দুটো রিক্সা ঢুকলেই যানজট বেশ কিছু এলাকায়। অনেক শহরে হলেও এ শহরে কোনও বড়ো পার্ক বা বিনোদন কেন্দ্র গত ১২ বছরে নতুন করে হয়নি।

পৌরসভা বিরোধীশূন্য। অভিযোগ উঠেছে, 'দৈনিক মজুরির' নামে ৫০০ দলীয় কর্মীকে 'কাজ পাইয়ে দেবার'। এরা নাকি 'পার্ট-টাইম' পুরসভার, আর 'ফুল-টাইম' দলের হয়ে খেটে থাকেন।

দলবাজি প্রতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। আর সে পথেই হাঁটছে তৃণমূল-বিজেপি। তারা মরিয়া কংগ্রেসের ফোলানো বেলুন চুপসে দিতে। এ্যাহস্পর্শে জেরবার মানুষ। নাগরিক শান্তি যে পরিষেবার প্রথম শর্ত—একথা কখনও কখনও উপহাস হয়ে উঠছে।

প্রশ্নের মুখে

'রামপন্থীদের' 'পরিবর্তন'-এর হুজুগে শহরের শান্তি এখন এলোমেলো। তৃণমূলের সন্ত্রাসের ইস্যু গত প্রায় তিন বছরে নতুন চিত্র কাটোয়ায়। মাথাচাড়া দিচ্ছে মাস্তানিও। তৃণমূলের স্বপ্নের জঙ্গলের রাজত্ব আর কংগ্রেসের গ্যাস বেলুন—দোলাচলে থাকা মানুষ বুঝছেন হাড়ে হাড়ে।

বিকল্পের রূপকল্প

লড়াইয়ে রয়েছে বামপন্থীরা। রয়েছে বছরভর আন্দোলন, কর্মসূচি আর মানুষের কাছে যাবার নিবিড় প্রয়াস। প্রচারে ঢক্কানিনাদ নয়, গাজোয়ারি 'পরিবর্তন' নয়, তারা মানুষের কাছে তুলে ধরছেন পরিকল্পিত উন্নয়নের 'দু-দশকের অধরা স্বপ্নটা'। নিচের তলার মানুষের কাছেও পরিষেবা পৌঁছে দেবার বিকল্প পথের হদিশটাও।

প্রচার চলছে। আশঙ্কাও বাড়ছে। অবাধ নির্বাচন হলে মানুষ ভেবেচিন্তে রায় দিতে চান। কিন্তু সেই 'সুষ্ঠু নির্বাচন' নিয়েই সংশয়। 'ভোটটা ঠিক হবে তো?'

কী হবে তার জবাব মিলবে ভোটের দিনে। সে দিকেই তাকিয়ে সকলে।

কালনা পুরনির্বাচন
বামপন্থীদের পক্ষে প্রচারে মহিলারা

আলেক শেখ, কালনা, ৯ এপ্রিল : ২০১০-এর কালনা পুরসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলিদের প্রতিশ্রুতি ছিলো দিনে ১২ ঘন্টা জল, কোনো রকম টাকা না নিয়েই গরিবের বাড়ি তৈরি, পুরাতন জায়গায় বাসস্ট্যান্ড আবার ফিরিয়ে আনা, মহিলা কলেজ স্থাপন, ১০৬২ জন বাড়ি প্রাপকের প্রত্যেককে ষোল হাজার টাকা করে ফেরৎ দেওয়া, সব গরিবের বি পি এল কার্ড করে দেওয়া। কিন্তু পুরসভায় ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূলিরা একটা প্রতিশ্রুতিও পালন করেনি বলে অনেক নাগরিক জানালেন।

এদিকে হুমকি-ধুমকি-চমকিয়ে বিরোধীদের ভোটের ময়দান থেকে সরানোর প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু পারবে না বলে জানান ৬ নং ও ১৮ নং পাশাপাশি দুই ওয়ার্ডের বাম মহিলা প্রার্থী নুপুর সাঁতরা ও দোলন দাস। কেন পারবে না জিজ্ঞাসা করতেই দোলন দাস জানান টেট কেলেঙ্কারির নায়ক বিধায়ক তথা পৌরপতির বাড়ি ১৮ নং ওয়ার্ডে। টেট কেলেঙ্কারির পর কালনার দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হয়, গরিব মানুষের হলো না বাড়ি, বিধায়ক চাপে জাইলো গাড়ি। আসন্ন পুরভোট অন্যায়ের যোগ্য জবাব দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। বাম প্রার্থী দোলন দাস আরও জানান, বামফ্রন্টের আমলে ১৮ নং ওয়ার্ডে ৬৫টি বাড়ি হয়েছিল। ৫৪ জন গরিব মানুষের বি পি এল কার্ড হয়েছিলো। তারপর একটা বাড়িও হয়নি। আর বি পি এল তালিকা থেকে ৮ জন গরিব মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই মানুষের কাছে তৃণমূলিদের কোনো জবাবই নেই।

৬ নং ওয়ার্ডের লড়াইটা যেন শোষকের সাথে শোষিতের লড়াই। এখানে সর্ব কনিষ্ঠা বামপ্রার্থী নূপুর সাঁতরা শ্রমজীবী পরিবারের বধূ। তাঁর হয়ে বামপন্থী কর্মীরা বাড়ি বড়ি গিয়ে প্রচার করছে। মানুষকে সঠিক পথে ফিরে আসার অনুরোধ করছেন। মানুষও এই অনুরোধে সাড়া দিচ্ছেন।

সাতগাছিয়ায় যুব সমাবেশে অমল হালদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১১ এপ্রিল : যুব সমাজের কাছে সবচেয়ে সমস্যা কর্মসংস্থানের সমস্যা। গোটা রাজ্যে গত ৪ বছরে একটা শিল্প গড়ে ওঠেনি। বরং যা ছিল তা হয় বন্ধ হয়ে গেছে, নয় বন্ধ হওয়ার মুখে। তৃণমূল সরকারের আমলে মাত্র ১ শতাংশ সংখ্যালঘুর চাকরি হয়েছে। এই কথাগুলো মেমারি-২ সাতগেছিয়া বাজারের মাঠে জনসভায় বলেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার। তিনি আরও বলেন, মমতা দিদি হাসিহাসি মুখ নিয়ে সিঙ্গাপুর গেলেন, বলে গেলেন, প্রচুর শিল্প নিয়ে আসবেন। কিন্তু নিয়ে এলেন সিঙ্গাপুরি কলা। তৃণমূলের ঝাণ্ডা বওয়া বেকার ছেলেরাও চাকরি পাবে না। শিক্ষিত যুবকদের চপের দোকান করতে বলছেন দিদি, পশ্চিমবাংলায় গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে পড়েছে। আসছে ভয়ঙ্কর দিন। সার, ডিজেল, বিদ্যুতের দাম বাড়ছে অথচ কৃষকের ফসলের দাম নেই। মেলা করে স্ফূর্তি করে টাকা উড়াচ্ছেন, অথচ চাষিদের দু'লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে পারছেন না। বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করবে না। গৌতম আদানিকে সাড়ে ছ'হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে কারখানা করার জন্য। বিজেপির বিমা বিল পাস করতে সাহায্য করলো টি এম সি। গোটা ভারত আজ ধ্বংসের মুখে। কয়লাখনি বেসরকারিকরণ করে মালিকদের সুবিধা করে দিল।

সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সুদেব ঘোষ, উদয় রায়। সভাপতিত্ব করেন সুশান্ত মণ্ডল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক চৌধুরী মহঃ হেদায়েতুল্লা। সম্মেলন থেকে ১৫ জনের কমিটি গঠিত হয়। সুদেব ঘোষ সম্পাদক ও সুশান্ত মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হন।

গুসকরা পুরসভায় বাম ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১০ এপ্রিল : ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে তৃণমূলি পুর প্রশাসনকে ডেপুটেশন দিলো গুসকরা শহরের ৬টি বামপন্থী গণ-সংগঠন। বাম পুরবোর্ডের সময় পাওয়া পানীয় জল সরবরাহ স্কিমে ৭৮০ লক্ষ টাকা ৭ বছরেও তৃণমূলি পুরবোর্ড খরচ করতে পারলো না। পুর বাজেটের ২৫ শতাংশ অর্থ বস্তি ও গরিব শহরবাসীর জন্য খরচ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সচল করা, এ পি এল-বি পি এল নয় সব গরিব মানুষকে জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের সুযোগ দান, স্লাম এলাকায় বৈদ্যুতিকীকরণ, গরিব পরিবারে স্বল্পমূল্যে পায়খানা নির্মাণ, পরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি, বাইপাস রোড তৈরি সহ একগুচ্ছ নাগরিক পরিষেবার দাবি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি, সি আই টি ইউ, যুব-ছাত্র, মহিলা সমিতি ও কৃষক সভার নেতৃত্বে এদিন প্রায় আটশো শ্রমজীবী মানুষ মিছিল সহকারে পুরপ্রধানের কাছে ডেপুটেশন দিলেন। ডেপুটেশনে অংশ নিলেন মনোজ সাউ, জয়প্রকাশ রায়, আফসোনা বেগম, রজত সরকার, বিকাশ বাগদী, দেবেন্দ্রনাথ সাধু ও অপল মাজি। পুরপ্রধান দাবিগুলির প্রতি সমর্থন পোষণ করে অবিলম্বে কার্য্যকরী করার আশ্বাস দিয়েছেন।

বর্ধমানের সমবায় ব্যাঙ্কের সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ এপ্রিল : হাজারো সমস্যার মোকাবিলা করেও বর্ধমানের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে লাভ করেছে ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। এদিন ব্যাঙ্কের আয়-ব্যয় হিসাব পেশ করে সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান জহরলাল মুখার্জী এবং সিইও চিন্ময় গুপ্ত সাংবাদিক বৈঠকে জানান, গত বছর এই লাভের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের মোট ৩৮টি শাখার মধ্যে ২৬টি শাখাতেই লাভ হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৭২.১১ শতাংশ। অকৃষি ক্ষেত্রে এই আদায়ের পরিমাণ ৯৩ শতাংশ। ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণও গত বছরের তুলনায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭২১ কোটি টাকা। তাঁরা জানান, জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় নতুন এ টি এম চালু করা হয়েছে এবং মালঞ্চ, নবাবহাট সহ কয়েকটি জায়গায় নতুন শাখা খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস; ২। ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল, ব্যারাকপুরে প্যারেড রোডের ধারে অশত্থ গাছে; ৩। এশিয়া মহাদেশে, ৯ এপ্রিল, ১৯৯১, সিংহ; ৪। ১৮৫৮ সালের ১০ এপ্রিল; ৫। ১৮৫৫ সালের ১১ এপ্রিল; ৬। ১৯১২ সালের ১২ এপ্রিল, ডুবে যায় ১৫ এপ্রিল ১৯১২; ৭। ১৯৫৫ সালের ১২ এপ্রিল, ৮। সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন, ভোস্টক-১, ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল, মৃত্যু বিমান দুর্ঘটনায় ১৯৬৮ সালে ২৭ মার্চ; ৯। ২০০৪ সালের ১২ এপ্রিল; ১০। ১৮৫৫ সালের ১৩ এপ্রিল, কলেজ স্কোয়ারের সংস্কৃত ছাপাখানা থেকে; ১১। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এ. এইচ ডায়ারের নেতৃত্বে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল; ১২। ১৯৩০ সালের ১৩ এপ্রিল, জ্যোর্তিবিজ্ঞানী টমবাগ প্লুটো।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী : গত ৪ এপ্রিল সি পি আই(এম)-এর প্রবীণ সদস্য নবকুমার ঘোষ পূর্বস্থলী থানার গোপীনাথপুর গ্রামের তাঁর নিজ বাসভবনে ভোর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে তিনি পার্টির ও প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। তিনি পূর্বস্থলী-১নং লোকাল কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন পার্টির জোনাল সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল সহ অন্যান্যরা।

বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও' কনভেনশন

—প্রথম পাতার পর

ছ'মাস ফেলে রেখে পরীক্ষকদের কাছে পাঠানো হল। পরীক্ষকরা সময় নিলেন মাত্র দু'মাস। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া নীতিই এর জন্য দায়ী। প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ামকও এই নতুন নীতির দায়ের কথা বলেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বুদ্ধদেব চক্রবর্তী বিশ্ব বিদ্যালায়ের নীতিকেই কাঠগড়াতে দাঁড় করান। ছাত্রনেতা বিনোদ ঘোষ ছাত্র-ছাত্রীদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে অবিলম্বে ছাত্রস্বার্থে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করে বলেন, যত শীঘ্র সম্ভব নির্ভুল ফল প্রকাশ, প্রকাশিত ফলের সংশোধন না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন।

বক্তারা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেঙে পড়া প্রশাসনিক ও শিক্ষা কাঠামো, দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, নৈরাজ্য ও ছাত্রদের প্রতি কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা, বিশেষ করে উপাচার্যের অনৈতিক কাজকর্মকে দায়ী করে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি জয়ন্ত হাওলাদার, পিতা - জ্যোতির্ময় হাওলাদার, নিত্যপাল কলোনি, কাঞ্চননগর, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৬ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম হল জনি হাওলাদার যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত জয়দীপ হাওলাদার নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি ঘোষণা করছি যে, জয়দীপ হাওলাদার ও জনি হাওলাদার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সবিতা চন্দ্র, স্বামী - কৃষ্ণা চন্দ্র, বাঁকারপাড়, মহিষগলি, পোঃ - লাকুড্ডি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম সবিতা চন্দ্র, যা .

আমার ভোটার পরিচয়পত্র, আধার কার্ড ও রেশনকার্ডে ভুলবশত তারামণি চন্দ্র নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি ঘোষণা করছি যে, সবিতা চন্দ্র এবং তারামণি চন্দ্র, স্বামী কৃষ্ণ চন্দ্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি দেবাশিষ চক্রবর্তী, পিতা - দিলীপ চক্রবর্তী, গ্রাম ও পোঃ - মন্তেশ্বর (আগুন পুকুর পাড়), বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৭ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম নিশানা চক্রবর্তী যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত সাহেবা চক্রবর্তী নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি ঘোষণা করছি যে,নিশানা চক্রবর্তী ও সাহেবা চক্রবর্তী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ বশির হোসেন, পিতা মোজাফফর হোসেন, রানাগড়, পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলি। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৯ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম হল সেখ বশির হোসেন(Bashir Hossen), যা ভোটার পরিচয় পত্রে নথিভুক্ত আছে। আমার পুত্রের প্রকৃত নাম হল সেখ সাহান হোসেন(Sk. Sahaan Hossen) কিন্তু আমার পুত্রের জন্মশংসাপত্রে আমার ও আমার পুত্রের নাম যথা Bosir Hosin sk ও Shaan Houssen নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি ঘোষণা করছি যে, আমি Bashir Hossen ও Bosir Hosin sk এবং আমার পুত্র Sk. Sahaan Hossen ও Shaan Houssen এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি উমা অধিকারী, স্বামী - প্রয়াত সন্তোষ কুমার বল, পিতা - আনন্দ অধিকারী, গ্রাম ও পোঃ - সিন্দ্রানী, থানা - বাগদহ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, নোটারি পাবলিক বনগাঁ-র নিকট ১১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, বিবাহের পূর্বে আমি উমা অধিকারী, পিতা - আনন্দ অধিকারী নামে পরিচিত ছিলাম। সন্তোষ কুমার বল-এর সাথে বিবাহ-এর পর আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিতে উমা বল অধিকারী এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উমা অধিকারী বল নথিভুক্ত রয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র উমা অধিকারী নামে পরিচিত হলাম। উমা অধিকারী, উমা বল অধিকারী এবং উমা অধিকারী বল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

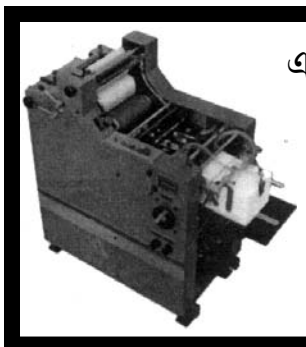

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

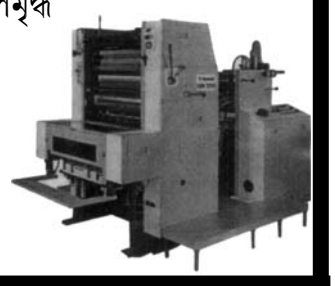

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা